305015 - ইহরামের পোশাকের বৈশিষ্ট্য এবং পায়ের গোছ কোনটি?

প্রশ্ন

হজ্জে অনুমোদিত জুতার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন; বিশেষতঃ ইমাম মুহাম্মদ আল-হাসান আশ-শাইবানী: পায়ের গোছ হচ্ছে- পায়ের গোড়ালি। এর কারণ হচ্ছে كعب শব্দ দ্বারা সমানভাবে পায়ের গোছ ও গোড়ালিকে বুঝানো হয়। তাই এ মাসয়ালায় পায়ের গোড়ালি বুঝলে এ সংক্রান্ত সতর্কতা হবে বড় মাত্রায় তা এভাবে যে, ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য যে জুতা পরা জায়েয হবে সে জুতায় কেবল এ অংশদ্বয় খোলা থাকা আবশ্যক হবে। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবগুলোর নিকট ইহরাম অবস্থায় জুতা পরিধান করলে জুতার কোন অংশ খোলা রাখা আবশ্যক? আশা করি রেফারেন্সগুলো উল্লেখ করবেন স্বভাবতঃ আপনি যেভাবে করে থাকেন। ইহরামের জন্য সাদা কাপড় পরিধান করার কোন পদ্ধতির কথা কি সুন্নাহ-তে আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মুহরিম ব্যক্তি কী ধরণের কাপড় পরিধান করবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে মোজা পরিধান করবে। কিন্তু মোজার كعب (গোছ)-এর নিম্নাংশ থেকে কর্তন করতে হবে।"[সহিহ বুখারী (১৫৪৩) ও সহিহ মুসলিম (১১৭৭)]

হানাফি মাযহাবের আলেমগণ كعب শব্দের অর্থ করেছেন: জুতার ফিতার নিকটে পায়ের পাতার বুক ও মধ্যভাগ। আর মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণের নিকট كعب হচ্ছে— পায়ের গোড়ালির সাথে পায়ের নলার সংযোগস্থলের নিকটস্থ স্ফীত হাড্ডি।

'আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা'-তে (২/১৫৩) এসেছে:

"যে ব্যক্তি জুতা পায়নি সে পায়ের كعب (গোছ/গোড়ালি)-এর নিম্নাংশ থেকে মোজাকে কেটে পরিধান করবে; যেভাবে হাদিসের সরাসরি ভাষ্যে এসেছে। এটি তিন মাযহাব (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী)-এর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ থেকেও বর্ণিত একটি বর্ণনা।

জমহুর আলেমগণ যার নিম্নাংশ থেকে মোজা কাটতে হবে সে كعب শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন: এমন দুটো স্ফীত হাড্ডি যেগুলো পায়ের নলার সাথে গোড়ালির সংযোগস্থলের নিকটে অবস্থিত।

আর হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন: এটি পায়ের পাতার মধ্যবর্তী জুতার ফিতার নিকটস্থ একটি সংযোগস্থল। এ অভিমতের যুক্তি হল: যেহেতু যে কোন স্ফীত জিনিসকে كعب বলা যায় তাই সতর্কতামূলক এটাকে كعب হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"[সমাপ্ত]

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

"হাদিসের বাণী: তবে মোজার كعب (গোছ)-এর নিম্নাংশ থেকে কর্তন করতে হবে: 'ইলম' অধ্যায়ে পূর্বোক্ত ইবনে আবু যি'বি-এর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, حتى يكونا تحت الكعبين (অনুবাদ: যাতে করে كعب এর নীচে থাকে)। উদ্দেশ্য হচ্ছে- ইহরাম অবস্থায় كعب দুইটি খোলা রাখা। আর সে দুটি হচ্ছে পায়ের নলা ও গোড়ালির নিকটস্থ স্ফীত দুটো হাড্ডি। এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে যা ইবনে আবু শাইবা বর্ণনা করেছেন, জারীর থেকে, তিনি হিশাম বিন উরওয়া থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন: "যদি কোন মুহরিমের মোজা পরা ছাড়া গত্যন্তর না থাকে তাহলে সে মোজার পৃষ্ঠদ্বয় ছিঁড়ে ফেলবে এবং মোজাদ্বয়ের এতটুকু পরিমাণ রাখবে যাতে করে তার পদদ্বয় সেটাকে ধরে রাখে।"

হানাফি মাযহাবের আলেমদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন হাসান ও তাকে যারা অনুসরণ করেছেন তাদের মতে: এখানে كعب হচ্ছে এমন একটি হাড্ডি যা পায়ের পাতার মধ্যবর্তী জুতার ফিতার নিকটবর্তী। কেউ কেউ বলেছেন: ভাষাভাষীদের নিকট এই অর্থ অজানা। কেউ কেউ বলেছেন: এটি মুহাম্মদ (রহঃ) থেকে সাব্যস্ত নয়। তাঁর থেকে এটি বর্ণিত হওয়ার কারণ হল হিশাম বিন উবাইদুল্লাহ্ আল-রাযি শুনছিলেন যখন মুহাম্মদ বিন হাসান 'মুহরিম যদি জুতা না পায় তাহলে মোজা কর্তন করতে হবে' এ মাসয়ালা আলোচনা করছিলেন। তখন মুহাম্মদ তার হাত দিয়ে কর্তন করার স্থানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর হিশাম এটাকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে পা ধৌত করার স্থান হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এভাবে ইবনে বাত্তালের মত যারা আবু হানিফা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: 'كعب হচ্ছে পদপৃষ্ঠের উঁচু অংশ' তাদেরকেও প্রত্যুত্তর দেয়া যায়। এই অভিমত মুহাম্মদ বিন হাসান থেকে সহিহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে ধরে নিলেও এটি আবু হানিফা (রহঃ) এর উক্তি হওয়া অনিবার্য নয়।[ফাতহুল বারী (৩/৪০৩) থেকে সমাপ্ত]

অধিকাংশ আলেম যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেটাই সঠিক এবং সে মতের উপর অধিকাংশ ভাষাবিদ রয়েছেন।

আল-ওয়াহিদি বলেন: "যারা বলেছেন যে, كعب পদপৃষ্ঠে; তাদের এ কথার উপর নির্ভর করা যায় না। কারণ এ অভিমত ভাষা, ইতিহাস ও মানুষের ঐক্যমতের গণ্ডি বহির্ভূত।"[আল-বাসীত (৭/২৮৫) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

সুন্নত হচ্ছে হজ্জ-উমরা পালনেচ্ছু ব্যক্তি চাদর ও লুঙ্গি পরে ইহরাম করবেন।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে ডেকে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরণের কাপড় পরিহার করবে? তিনি বললেন: সে পায়জামা, জামা, টুপি, পাগড়ী পরবে না। যে কাপড়ে জাফরান কিংবা ওয়ারস (একজাতীয় সুগন্ধি উদ্ভিদ) মাখানো হয়েছে সে কাপড় পরবে না। তোমাদের কেউ যেন একটি إزار (লুঙ্গি) ও رداء (চাদর)-তে ইহরাম বাঁধে।"[মুসনাদে আহমাদ (৮/৫০০); মুসনাদ গ্রন্থের মুহাক্কিকগণ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন এবং শাইখ আলবানী 'ইরওয়াউল গালিল গ্রন্থে (৪/২৯৩) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

رداء (চাদর): এমন এক টুকরা কাপড় যা শরীরের উপরের অংশে পরিধান করা হয়। এটি পরার পদ্ধতি হল: এটি কাঁধের উপর রাখা হয়; আর এর প্রান্তদ্বয় বুকের উপরে থাকে।

আর إزار (লুঙ্গি): শরীরের নিম্নাংশ যেটো দিয়ে পেঁচোনো হয়।

যুবাইদি (রহঃ) বলেন: "إزار শব্দটি যেরে দিয়ে পড়তে হয়। এটি সুপরিচিত। তা হচ্ছে— তহবন। কোন কোন বিরল শব্দের ব্যাখ্যাকার এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: যা দিয়ে শরীরের নিম্নাংশ ঢাকা হয়। رداء হচ্ছে— যা দিয়ে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ঢাকা হয়। এর কোনটি মাখীত নয় (শরীরের আদলে সেলাইকৃত নয়)। কেউ কেউ বলেছেন: إزار হচ্ছে— যা ঘাড়ের নীচে নিম্ন মধ্যবর্তী অংশে থাকে। আর رداء হচ্ছে— যা ঘাড় ও পিঠের উপরে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন: إزار হচ্ছে— যা দেহের নিম্নাংশকে ঢেকে রাখে এবং সেলাইকৃত নয়। এর প্রত্যেকটিই সঠিক..."[তাজুল আরুস (১০/৪৩) থেকে সমাপ্ত]

ইহরামের পোশাক সাদা রঙের হওয়া শর্ত নয়। তবে সাদা রঙের হওয়া মুস্তাহাব এবং মুসলমানেরা এর উপর আমল করে আসছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

"মুস্তাহাব হচ্ছে— দুটো পরিস্কার কাপড়ে ইহরাম বাঁধা। যদি সাদা হয় তাহলে সেটো উত্তম...। সাদা রঙের কাপড়ে ও বৈধ অন্য রঙের কাপড়েও ইহরাম বাঁধা জায়েয আছে।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৬/১০৯)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

"দুটো পরিস্কার কাপড় হওয়া মুস্তাহাব; হয়তবা নতুন কাপড়; কিংবা ধোয়া কাপড়। কেননা আমরা তার শরীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়াকে পছন্দ করেছি; সুতরাং তার পোশাকের ব্যাপারে কেভাবে নয়; জুমার নামাযে গমনকারী ব্যক্তির মত।

উত্তম হচ্ছে কাপড়দ্বয় সাদা রঙের হওয়া। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে- সাদা। তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত আছে তাদেরকে এটা পরাও এবং তোমাদের মৃতব্যক্তিদেরকে এর মধ্যে দাফন কর।[আল-মুগনী (৫/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।